নাড়ী কাটার ফৎওয়া

চব্বিশ পরগণা, টাকী, নারায়ণপুর নিবাসী বঙ্গবিখ্যাত আলেম,
মোহাদ্দেস কুলরত্ন, জনাব হজরত আল্লামা শাহ, সুফি, আলহাজ্জ

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তক অনুমোদিত ও সংশোধিত।

খুলনা, বেদকাশী, মদিনাবাদ নিবাসী

মোহাম্মদ এব্‌রাহিম

কর্ত্তৃক প্রণীত ও

মোঃ শরফুল আমিন
কর্ত্তৃক বশিরহাট মাওলানাবাগ
'নবনূর' প্রেস হইতে প্রকাশিত।

নাড়ী কাটার ফৎওয়া

চব্বিশ পরগনা, টাকী, নারায়ণপুর নিবাসী
বঙ্গবিখ্যাত আলেম, মোহাদ্দেস কুলরত্ন,
জনাব হজরত আল্লামা শাহ,
সুফি, আলহাজ্জ

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত ও সংশোধিত।

খুলনা, বেদকাশী, মদিনাবাদ নিবাসী

মোহাম্মদ এব্‌রাহিম

কর্ত্তৃক প্রণীত ও

মোঃ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক বশিরহাট নবনূর প্রেস হইতে প্রকাশিত।

২য় মুদ্রণ বাংলা ১৪১২ সাল।
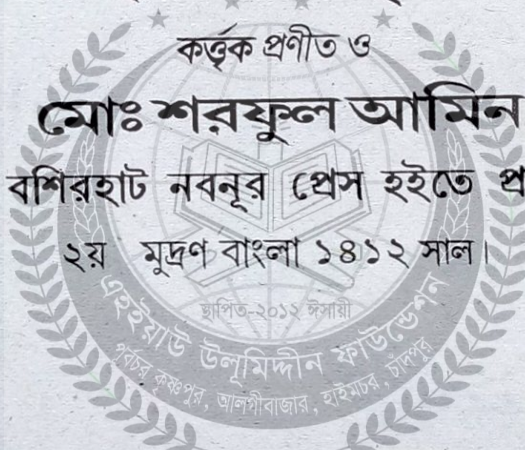
প্রশংসা পত্র।

আমার মুরিদ ডাক্তার মুনশী এবরাহিম সাহেব যে নাড়ী কাটার ফৎওয়া খানি লিখিয়াছেন তাহা অতি উত্তম হইয়াছে। ইহা একাধারে ফৎওয়া ও উপদেশে পূর্ণ। এই কেতাব প্রত্যেককে এক একখানি খরিদ করিতে অনুরোধ করি ইতি—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন।

মুদ্রণ মূল্য — ১২ টাকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ☆

নাড়ী কাটার ফৎওয়া

—ঃঃ—

বালক। হুজুর, আমাকে কয়েকটা সদুপদেশ দান করুন

শিক্ষক। আল্লাহ্‌ অদ্বিতীয়।

২। এছলাম ধর্ম্মই সত্য ধর্ম্ম।

৩। দৈনিক কোরআন পাঠ কর খোদার নৈকট্য লাভ হইবে।

৪। মোছলমান ঐ ব্যক্তি, যাহার হস্ত মুখে অন্যে ক্লেশ না পায়।

৫। আপন মুখ মিষ্ট কর, পরের মুখে কটু শুনিবে না।

৬। অন্যের দোষ অন্বেষণ করিও না, নিজের দোষ দেখিতে হয়।

৭। মলিন বেশে থাকা শয়তানের লক্ষণ।

৮। অধিক হাস্য করিলে কাঁন্দিতে হয়।

৯। ভাবিয়া করিও, করিয়া ভাবিও না।

১০। কাহারও মনে ব্যাথা দিও না।

১১। যে কথা নিজের প্রতি সঙ্গত নহে, সে কথা অন্যের প্রতিও সঙ্গত নহে।

১২। কাঙ্গাল দেখিয়া ঘৃণা করিও না, তুমিও কাঙ্গাল হইতে পার।

১৩। সকল রোগের ঔষধ আছে, গৃহ-বিবাদের ঔষধ নাই।

১৪। উপকার করিয়া মুখে আনিলে উপকার-পুণ্যে বঞ্চিত হইবে।

১৫। যে ব্যক্তি আপন মোছলমান ভ্রাতার মনবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করে, খোদাতায়ালাও তাহার মনবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করেন।

১৬। যে ব্যক্তি কোন মোছলমানের একটি বিপদ উদ্ধার করে, খোদাতায়ালা বিচার দিবসের বিপদ-রাশি হইতে তাহার একটি মহা-বিপদ উদ্ধার করিবেন।

১৭। তোমরা খোদাতায়ালার সেবক এবং একে অন্যের ভ্রাতা হইয়া যাও।

১৮। লোককে কলহ করিতে উত্তেজিত করিও না।

১৯। পরনিন্দা করিও না।

২০। পরস্পর দ্বেষ হিংসা করিও না।

বালক। হুজুর উহার মধ্যে আমার কয়েকটি প্রশ্ন আছে।

শিক্ষক। বল কি প্রশ্ন?

বালক। দ্বেষ, হিংসা বা পরনিন্দা করিয়া তওবা করিলে মাফ হইবে না কি?

শিক্ষক। না। যতক্ষণ সেই ব্যক্তি ক্ষমা না করিবে, ততক্ষণ উহা মাফ হইবে না। হে বালক! ঐ সকল পাপের কার্য্য হইতে পরহেজ্ থাক, যদি পরকালের ভালাই চাও।

বালক। আমরা ঐ সকল পাপের কার্য্য কোন সময়ে করিব না।

শিক্ষক। পাপের কার্য্য কর না কেবল মুখে বলিতেছ, বল দেখি, সরদার সাহেবদের বাটীতে দাওত খাইতে গিয়া গাজী সাহেবকে অপদস্থভাবে পৃথক করিয়া খানা খাইতে দিয়াছিলে, সে কি কারণে?

বালক। গাজী সাহেব নিজ সন্তানের নাড়ী নিজে কাটিয়াছিলেন, সে কারণে আমরা তাঁহাকে ঘৃণা করিয়া অপমানের উদ্দেশ্যে পৃথক করিয়া খানা খাইতে দিয়াছিলাম।

শিক্ষক। হে বালক! কোন মমিনের আপমান করার ইচ্ছায় নিন্দা করিলে কেয়ামতে মহাশাস্তিতে গেরেফ্তার হইবে।

বালক। মমিনের নিন্দা করিলে কি শাস্তি হইবে?

শিক্ষক। আবু দাউদের হাদিসে আছে ;— হজরত (সাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মমিনের অপমানিত করার উদ্দেশ্যে তাঁহার উপর কোন অপবাদ (নিন্দা) প্রয়োগ করে, আল্লাহতায়ালা তাহাকে দোজখের সেতুর(পুল-ছেরাতের) উপর বন্দী করিয়া রাখিবেন, যতক্ষণ সে ব্যক্তি উক্ত অপবাদের প্রতিশোধ গ্রহণ না করে।

বালক। আমাদের দেশের প্রায় সমস্ত লোক দাইয়ের স্ত্রী

আনিয়া নাড়ী কাটা প্রথা চালাইয়া আসিতেছে। অতএব উহা আমাদের দেশপ্রথা। কিন্তু কেবল গাজী সাহেব আমাদের দেশ-প্রথা অমান্য করিয়া নিজ সন্তানের নাড়ী নিজে কাটিয়াছিলেন, সে কারণ আমরা উহাকে সমাজচ্যুত করিয়াছি।

শিক্ষক। গাজী সাহেব দেশপ্রথা অমান্য করিয়া কোন হারামী বা পাপের কাজ করিয়াছে কি?

বালক। না, কেবল দেশপ্রথা, অমান্য করিয়া নিজ সন্তানের নাড়ী নিজে কাটিয়াছেন।

শিক্ষক। বাপু হে! তিনি ত অন্যায় করেন নাই। বরং অবিলম্বে নাপাকে গলিজা পাক করিয়াছেন। কেননা আল্লাহতায়ালা পবিত্রকে ভাল বাসেন। আর অপবিত্র অধিক সময় থাকিলে আল্লাহ্ এবং তাঁহার ফেরেশতাগণ লানত করেন।

বালক। কোন কোন আলেমে বলেন যে, নাড়ী কাটা দেশ প্রথা অনুযায়ী না দোরস্ত?

শিক্ষক। দেশপ্রথাই কি তোমাদের দলীল, না কোরআন হাদিছ তোমাদের দলীল। যদি দেশপ্রথাই দলীল হয়, তবে ত আর কোরআন হাদিস লাগিবে না। যে সমস্ত কুপথা দেশে প্রচলিত আছে, আলেমগণ কেবল তাহাই ফৎওয়া দিবেন। সুদ খাওয়া, ঘুষ খাওয়া, গায়রুল্লার নামে মান্নত করা ইত্যাদি যাহা যাহা দেশে প্রচলিত আছে, তাহা নিষেধ করিতে পারিবে না। হায়রে জামানা! চৌদ্দ বৎসর পরিশ্রম করিয়া আলেম হইল, আর সেই প্ররিশ্রম বরবাদ করিয়া শরিয়তের দলীল পদদলিত করতঃ দুনিয়ার সন্মান লাভের নিমিত্ত দেশপ্রথা অনুযায়ী কুকার্য্য করিতে আদেশ করেন, তাহার কি দোজখের ভয় নাই! কোরআন, হাদিছ কি চোখ মেলিয়া দেখেন নাই? তিনি কি চৌদ্দ বৎসর পড়িয়াছেন ঘোড়ার ডিম। যেহেতু দুনিয়ার স্বার্থ

লাভের অভিপ্রায় হাদিছের মর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া দেশের কুপ্রথার উপর ঈমান আনিলেন। এইরূপ আলেমেরাই সর্ব্বনাশের মূল। ইহারাই দেশে অশান্তির আগুন জ্বালাইয়া দিতেছে। ইহাদিগকে ঝুটা আলেম জানিতে হইবে। হে বালক! তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিও যে, দেশপ্রথা অনুযায়ী কাজ করিতে হইবে, ইহা কোন শরিয়তের দলিল হইতে ছাবেত করিতে পারিবেন কি? না কেবল মৌখিক।

বালক! কেবল মৌখিক দলিল ছাড়া আর কোন দলিল দিতে পারেন না।

শিক্ষক। তবেইত সমস্ত ভণ্ডামি বুঝা গিয়াছে। এইরূপ আলেম দৃষ্টিগোচর হইলে তাহাদের কুমন্ত্রনা হইতে পরহেজ থাকিবে। যদি ঈমান বাচাইতে চাও।

বালক। আপনি কি কোন দলিল দেখাইতে পারেন যে, নিজেরা নাড়ী কাটিতে হইবে।

শিক্ষক। হাঁ, ছেহাছেত্তার, আবুদাউদ ও নেছাই শরিফে আছে, যথা— আমের বেনে কাহার এক দিবস হজরত নবি করিম (সঃ) এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ (সঃ) আমার একটি পুত্র সন্তান ভুমিষ্ঠ হইয়া শব্দ করতঃ মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে। এখন কি করা উচিত। তদুত্তরে হজরত বনিলেন—

قال النبى صلعم سم الولد واقطع السرة واغسله وكفنه وصل عليه وادفنه اواه ابو داود النسائى☆

প্রথমে তোমার পুত্রের নাম রাখিয়া তাহার নাড়ী কাটিয়া পরিষ্কার কর এবং গোছল ও কাফন দিয়া জানাজা নামাজ পড়িয়া দফন কর। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, নিজ সন্তানের নাড়ী নিজে কাটা নিঃসন্দেহে জায়েজ। যাহারা নাড়ী কাটিয়াছে, তাহারা সমাজচ্যুত হইবার যোগ্য নহে। যদি তাহাদের সমাজ বন্ধ করিতে হয়, তবে আমি বলি যে, যে দেশের অধিকাংশ লোক দাড়ী কাটিয়াছে, তাহাদের দেশপ্রথা দাড়ী কাটা তাই বলিয়া কি দুই এক জন লোক যাহারা দাড়ী রাখিয়াছে, তাহাদের সমাজ বন্ধ করিতে হইবে?

বালক। হুজুর! আমাদের বাপ দাদা প্রভৃতি কেহই কখন নাড়ী কাটেন নাই, আমরা বাপ দাদার চাল (রীতি নীতি) ছাড়িতে পারিব না।

শিক্ষক। বাবা! তোমাদের বাপ দাদা হয়ত সুদ খাইত, মেয়ের পোণ খাইত, সিন্দুর ব্যবহার করিত, টুপী তহবন্দ ব্যবহার না করিয়া ধুতি পরিয়া কাছা আটিয়া বেড়াইত। মনে কর তোমাদের বাপ দাদা হয়ত কোন সময় হিন্দু ছিল, পুতুল পূজা করিত। বর্ত্তমানে তুমি ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বাপ দাদার চাল, অথবা কু প্রথাগুলি ছাড়িবে না কি?

বালক। আবল তাবল দিয়া বুঝাইলে বাপদাদার চাল চলন ছাড়িতে পারিব না। দলিলের প্রমাণ দিতে হইবে।

يَـاَيُّهَا الَّـذِيْـنَ اٰمَـنُـوْا لَا تَتَّـخِـذُوْا اٰبَاۤءَكُمْ وَاِخْـوَانَـكُـمْ اَوْلِيَـاۤءَ اِنِ اسْـتَـحَبُّـوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ☆

শিক্ষক। কোরআন শরিফে সুরা তওবার তৃতীয় রুকুতে আছে, আল্লাহ বলিয়াছেন—

"হে ইমানদারগণ, তোমরা তোমাদের পিতৃগণকে ও ভ্রাতৃগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না—যদি তাহারা ইমান ত্যাগ করতঃ কাফেরীকে পছন্দ করিয়া লয়।"

ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, বাপ দাদা ইত্যাদি শরিয়তের বিরুদ্ধে চলিলে, তাহাদের চাল-চলন মতাবেক চলা নিষিদ্ধ।

বালক। নাড়ী কাটা বিশেষতঃ ঘৃণীত কার্য্য। উহা হিন্দু চাকরাণী দিয়া কাটাইলে সম্মানের বিষয় না কি?

শিক্ষক। সম্মানের বিষয় হইলে কি হয়। তলে তলে যে তোমার সর্ব্বস্ব হরণ করে। গাছের শিকড় কাটিয়া দেয়। দোজখের পথ প্রশস্ত করে, তাহা কি তুমি দেখিয়াও দেখ না?

বালক। উহা কিছুই বুঝিলাম না।

শিক্ষক। হিন্দু দাইয়ের স্ত্রী আনিয়া সন্তানের নাড়ী কাটাইলে কতকগুলি খারাবি আছে।

বালক। কি কি খারাবি আছে জানিতে চাই।

শিক্ষক। ১ম হিন্দু রমণী আসিয়া কত শেরেক বেদায়াত করিয়া তোমার যে পুণ্য-রূপ গাছ আছে, তাহার শিকড় কাটিয়া দেয়। ২য় তাহারা কত না কত কুফরি মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া সন্তানের সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া দেয়। ৩য় হিন্দু সুন্দরী যুবতী পয়সার প্রলোভন দেখাইয়া বাড়ী আনিলে দোজখের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। ৪র্থ নিজের সম্মান বাড়াইতে গিয়া নীচ জাতীর নিকট মিনতী করিয়া মজুরী খাটিতে হয়।

বালক। আবার মজুরী খাটিব কেন?

শিক্ষক। তোমার একটি সন্তান হইলে দাইয়ের বাড়ী গিয়া বলিলে, আমার বাড়ী নাড়ী কাটিতে যাইতে হইবে। তখন হয় ত দাইনী বলে, অদ্য যাইতে পারিব না। তুমি মিনতি করিয়া অনেক তোষামোদ করিতে লাগিলে; নিজেরা নাড়ী কাটিলে জাতি মান সবই নষ্ট হইয়া যাইবে। ওদিকে দাইনী হন্ হন্ ঝন্ ঝন্ করিতে লাগিল। অনেক কাতরোক্তির পরে হয় ত বলিয়া বসে যে এত কাদা পানি ঠেলিয়া যাওয়া কি সহজ ব্যাপার ? যদি একান্তই যাইতে হয়, তবে যাও নৌকা লইয়া আইস। তখন তুমি নিরুপায় হইয়া নৌকার উপর ঠাকুরাণীকে বসাইয়া, নৌকা বাহিতে লাগিলে। দাইনী কেবল রাণীর ন্যায় নৌকায় বসিয়া হুকুম চালাইতে লাগিল। তুমি বিনামূল্যে তাহার চাক্‌রী করিয়া সম্মান বাড়াইতে লাগিলে। এখন বিচার করিয়া দেখ, কাহার সম্মান বেশী হইল, আর কে মজুরী খাটিল?

বালক। (লজ্জিত হইয়া) হুজুর এখন খুব ভাল মতে বুঝিতে পারিয়াছি যে, হিন্দু দাইনী ডাকিয়া আর নাড়ী কাটাইব না। মুসলমান দাইয়ের স্ত্রী আনিয়া নাড়ী কাটাইব, তবুও নিজেরা এত বড় ঘৃণিত কার্য্যটা করিব না।

শিক্ষক। (রাগান্বিত হইয়া) রে বেটা! তুমি কি এত বড় লোক হইয়াছ যে, নাড়ী কাটা ঘৃণিত কার্য্য মনে করিয়া চাকর দ্বারা কাটাইবে? বল দেখি তোমার আবদস্ত করিবার জন্য কয়টি চাকর রাখিয়াছ? বিশেষতঃ যাহা নিজে অক্লেশে করা যায়, তাহা অভিমান করিয়া চাকর দিয়া করাইলে, অপব্যয়ের পাপ হইবে নাকি ?

কোর-আনে আল্লাহ বলিয়াছেন ঃ—

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ☆

অর্থাৎ— "নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভ্রাতা।" তুমি কি পয়সা দিয়া দাইনীর চাকরী করিতে চাও? আর পাপ কিনিয়া শয়তানের ভ্রাতা হইতে চাও?

বালক। আমরা নাড়ী কাটা ইতরের কার্য্য গণ্য করিয়া দাইনীকে মেথর সাব্যস্থ করিয়া মুজরী দিয়া থাকি, তাহাতে আবার পাপ?

শিক্ষক। বাপু হে! তোমার স্ত্রী যে সময় সন্তান প্রসব করিয়া থাকে, তখন ঘরের মেজে, কাপড় চোপড় ইত্যাদি রক্ত ক্লেদে গালিজ হইয়া যায়, উহা কে পরিস্কার করিয়া থাকে?

বালক। উহার প্রায়ই আমার মাতা সাহেবানী পরিস্কার করিয়া থাকেন।

শিক্ষক। (হাস্যমুখে) বাবা। তোমার সন্তানের পেসাব পায়খানা এবং তোমার স্ত্রীর হায়েজ নেফাছের দুর্গন্ধযুক্ত রক্তাদি কে ধৌত করিয়া থাকে?

বালক। (মস্তক নত করিয়া) উহা আমার স্ত্রী স্বহস্তে পরিস্কার করিয়া থাকে।

শিক্ষক। বাপু হে। তোমার স্ত্রী জীবন ভর হায়েজ নেফাছের খুন পরিস্কার করিয়া ও আড়াই বৎসর পর্য্যন্ত সন্তানের হাগা মোতা পরিস্কার করিয়া " মেথর" লক্ব (উপাধি) টা লইতে পারিলেন না। কেবল নিজ সন্তানের শুষ্ক নাড়ীটা ছেদন করিলে, কুলে আগুন লাগিয়া পুড়িয়া যাইত। আচ্ছা বাবা! তোমার খোদার "কছম" তুমি সত্য কথা কও, এক্ষেত্রে দাইনী মেথরের গণ্য হইল, না তোমার মাতা ও স্ত্রী মেথরে পরিণত হইল।

বালক। (নিরুত্তর হইয়া) হুজুর! আমাকে আর লজ্জিত করিবেন না, আমি সত্য সত্যই বুঝিয়াছি যে সন্তান প্রসব হওয়া

মাত্রই নিজে নিজে নাড়ি কাটিয়া গালিজ পরিষ্কৃত করিলে পাপ হইতে বিরত থাকিয়া ছোয়াব (পুণ্য) উপার্জ্জন করা যায়। কিন্তু স্বহস্তে নাড়ী কাটিলে দেশের লোকে নিন্দা করে, সে ভয়টাও আমার মনের মধ্যে গাঁথা রহিয়াছে।

শিক্ষক। লোকে তিরস্কার করিবে বলিয়া ভয় করিওনা, দেখ হবিবে দোজাহান কি বলিয়াছেন। যথা—

قُلِ الْحَقُّ وَ لَوْكَانُ مُرًّا ـ لَا تَخَفُ فِىْ اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ ☆

অর্থাৎ— তুমি সত্য কথা বল যদিও উহা কটু হয়। তুমি আল্লাতায়ালার দ্বীন প্রকাশে কোন তিরস্কার কারীর তিরস্কারের ভয় করিও না।" হে বালক! দাই দিয়া নাড়ী কাটিয়া সন্তানের জীবনের ক্ষতি করিও না। এবং নিজেও ব্যভিচারের (জেনার) গোনাহে লিপ্ত হইও না।

বালক। সে কি কথা, জীবনের ক্ষতি হইবে কেমন করিয়া?

শিক্ষক। দাই আনিতে গিয়া নাড়ী কাটিতে বিলম্ব হইলে নাড়ীর রস, রক্ত দুষিত হইয়া সন্তানের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহাতে নানা প্রকার কুষ্টরোগ বা দড়কাদি হইয়া সন্তানের আয়ুক্ষয় করে।

বালক। দাই আনিলে আবার ব্যাভিচারের গোনাহ্ হইবে কেন?

শিক্ষক। পরের স্ত্রী বেপর্দ্দা করিয়া বাড়ী আনিলে এক হারামী। সুন্দরী যুবতীর- প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে হ'ল চক্ষের জেনা, তাহার সহিত হাস্যমুখে কথা বলিলে মুখের জেনায়ও লিপ্ত হইয়া গেলে, ব্যাভিচারের আর বাঁকী রহিল কোথায়?

বালক। দৃষ্টিপাত করিলেই কি চোখের জেনা হইবে?

শিক্ষক। হ্যাঁ হইবে। ছেহা-ছেত্তার তেরমজী শরীফে আছে, যথাঃ—একদা হজরত জোবের (রাঃ) প্রেরিত মহাপুরুষকে বেগানা আওরতের অনিচ্ছায় হঠাৎ দৃষ্টিপাত হওয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাতে হজরত বলিয়াছিলেন,—" তোমরা চক্ষুকে তৎক্ষণাৎ ফিরাইয়া লও"। ইহাতে ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, যে কোন প্রকারেই হউক, স্ত্রীলোকের প্রতি পর-পুরুষের দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ।

বালক। আমরা মোছলমান দাইনী পর্দ্দার সহিত আনাইয়া নাড়ী কাটাইব, তাহাতে কি পাপ হইবে?

শিক্ষক। হজরত নবী করিম (সাঃ) আমের বেন্ ফাহারাকে বলিয়াছিলেন, তোমার সন্তানের নাড়ী কাট। এ স্থলে দাইনী পর্দ্দার সহিত আনিয়া নাড়ী কাটিতে বলেন নাই। তুমি যদি নবীর হাদিস ইন্কার করিয়া দাইনী দিয়া নাড়ী কাটাও তবে মহা পাপী হইবা। আর যদি হাদিস ইন্কার না করিয়া বোরখা দিয়া পর্দ্দার সহিত আনিতে পার, তবে পাপ হইবে না বটে। কিন্তু যাহারা স্বহস্তে নাড়ী কাটে তাহাদিগকে নিন্দা বা ঘৃণা করিও না। তাহাদের সমাজচ্যুত করিও না। বা বিবাহ সাদী বন্ধ রাখিও না। হে বালক! তোমাকে জিজ্ঞাসা করি যে তোমার বাড়ী নাই পর্দ্দা, পর্দ্দা করিতে গেলে পয়সার অভাব হইয়া পড়ে। তোমার প্রাণের প্রিয়া বিবি এখানে সেখানে উলঙ্গিনী হইয়া মল মূত্রাদি ত্যাগ করে। পথিকেরা দেখিয়া লজ্জায় অবনত মস্তকে চলিয়া যায়, তখন তোমার মানের ক্ষতি হয় না, পায়খানার ঘর তৈয়ার করিতে গেলে সমস্ত অর্থ খরচ হইয়া যায়। বোরখা খরিদ করিতে হইলে পয়সায় কুলায় না। তবে দাইনীকে পয়সা দিবার সময় কোথা হইতে আসে। বৎসরান্তর দাইনীকে যে পয়সা দিতে তাহা না দিয়া সেই পয়সা দ্বারা পর্দ্দা

করা, পায়খানার ঘর তৈয়ার করা, বা বোরখা তৈয়ার করিলে অনায়াসে ফরজ বা খোদার হুকুম বজায় করা যায়, হোরমত ও নষ্ট হয় না।

বালক। যাহারা স্বহস্তে নাড়ী কাটে তাহারাত দাই। দাইয়ের সঙ্গে বিবাহ সাদী চালাইতে বলিতেছেন কেন? হাদিস শরীফে কফুতে কফুতে বিবাহ সাদী করার উল্লেখ রহিয়াছে। আপনি যে দাইয়ের সঙ্গে কফু মেলাইতে বলিতেছেন। সে কি কথা?

শিক্ষক। রে নির্ব্বোধ! দাই, চামার, নাপিত এবং মেথর কাহাকে বলে তুমি কি তাহা জান?

বালক। হ্যাঁ চিরকাল শুনিয়া অসিতেছি যে, নাড়ী কাটিলে দাই, জুতা সেলাই করিলে চামার, ক্ষুর কার্য্য করিলে নাপিত এবং মল পরিস্কার করিলে তাহাকে মেথর বলে।

শিক্ষক। তবে কি তুমি মেথরের সন্তান।

বালক। (উত্তেজিত হইয়া) মেথরের সন্তান হইব কেন?

শিক্ষক। এই বলিলে মল পরিষ্কার করিলেই মেথর হয়। তোমার মাতা তোমার মল মুত্রাদি পরিষ্কার করিয়া কি মেথর হইতে পারে নাই? তুমি কি এক কালে শিশু সন্তান ছিলে না? যদি তুমি কোন সময় নিজের জুতা সেলাই করিয়া থাক, তাহাতে কি তুমি চামার হইলে? কিম্বা তোমার সন্তানের ক্ষৌর কার্য্য সমাধা করিলে, তাহাতে কি তুমি নাপিত উপাধি পাইলে?

বালক। (অবনত মস্তকে বসিয়া নিরব হইয়া রহিল মুখে আর কথা নাই)।

শিক্ষক। (সম্বোধন করিয়া) বাপু হে। নিজেদের মল মুত্রাদি পরিষ্কার করিলে তাহাকে মেথর বলে না। যে ব্যক্তি অন্য লোকের মল পরিষ্কার করিয়া মজুরী (দাম) লয়, তাহাকেই মেথর বলে।

নিজের জুতা সেলাই করিলে তাহাকে চামার বলে না। বরং যে ব্যক্তি গ্রামে গ্রামে কিম্বা হাট বাজারে জুতা সেলাই করিয়া মূল্য লয় তাহাকে চামার বলে।

যে ব্যক্তি স্বীয় পরিবারবর্গে কাহারও ক্ষৌরকার্য্য সমাধা করে, তাহাকে নাপিত বলে না। যে ব্যক্তি গ্রামে গ্রামে ক্ষৌরকার্য্য করিয়া ধান্য কিম্বা পয়সা আদায় করে তাহাকেই নাপিত বলে।

ঐরূপ যে স্বীয় সন্তানের নাড়ী নিজে কাটিলে, তাহাকে দাই বলে না। যে ব্যক্তি গ্রামে গ্রামে বা পাড়ায় পাড়ায় অন্য লোকের নাড়ী কাটিয়া চাউল, কাপড় ও পয়সা আদায় করিয়া লয়। তাহাকে দাই বলে। হে বালক! এখন বুঝিলে ত, আর আমাকে বিরক্ত করিও না।

বালক। হ্যাঁ খুব ভালরূপে বুঝিয়াছি। আপনাকে যে বিরক্ত করিয়াছি তাহা ক্ষমা করিবেন। আপনাকে আর বিরক্ত করিব না। আমি ও আর দাইনী ডাকিয়া নাড়ী কাটাইব না। আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য, আমি শুনিয়াছি বাস্তবিকই ঐরূপ ব্যভিচারের ঘটনা জায়গায় জায়গায় ঘটিয়াছিল।

শিক্ষক। বাবা! সে ঘটনাটা কি শুনিতে বাসনা রাখি।

বালক। লোকের দোষ বর্ণনা করিলে পাপ হয় না কি।

শিক্ষক। হ্যাঁ হয় বটে কিন্তু লোকের শিক্ষা দিবার মানসে দোষী কথা নিজ নামে পরিচয় করিলে পাপ না হইতে পারে।

একটী নকল

বালক কহেন আপে পীর জাহাঙ্গীর
দাইনী আনিয়া যাহা হইল তক্‌ছির।।
আজব ঘটনা তাহা বলা নাহি যায়।
দাইনী ডাকিয়া বড় ঠেকেছিনু দায়।।
হামেলা আছিল মেরা কবিলা জানানা।
দশ মাসে হইল যবে প্রসব বেদনা।।
যাতনায় ছট্ ফট্ করে সে রোদন।
দেখিয়া আমার জীউ হইল উচাটন।।
দিশা নাহি পায় কিছু ভাবিয়া চিন্তিয়া।
আমার নানীকে আমি নিদানে যাইয়া।।
আসিয়া আমার নানী ভরসা দেলায়।
দুগ্ধ ময়দা পা'স রেন্ধে বিবিকে খেলায়।।
বলের সঞ্চয় কিছু তাহাতে হইল।
প্রসব যাতনা তাহে সহিতে লাগিল।।
ছট্ ফট্ করে বিবি প্রসব না হয়।
তদ্‌বীর করেন নানী ভাবিয়া খোদায়।।
তদ্‌বীর বিফল হৈল নিদানে দেখিয়া।
হাতাইয়া দেখে নানী কৌশল করিয়া।।
রক্ত পানি ভেঙ্গে কত গলিজ হইল।
নানীর বদনে তাহা বহিয়া চলিল।।
গলিজে ভূষিত হইল ঘৃণ নাহি তায়।
নিদানের দাওয়া ফের করেন উপায়।।

সত্বরে সীজের আটা কিঞ্চিৎ আনিয়া।
বিবির মস্তকে নানী দিলেন ঢালিয়া।।
সেই ঘড়ী তাড়াতাড়ি প্রসব হইল।
জীবিত ফরজন্দ আপে খোদায় বক্‌শিল।।
গলিজে পড়িয়া লাড়ক করে যে রোদন।
নানী মেরা নাড়ী ধরে বসেন তখন।।
হাত সূত ধরিয়া বসে নানীর ধারেতে।
সেই মত বসে নানী নাড়ী লিয়া হাতে।।
যদি বা হইল বেটা ফুল নাহি হয়।
ঘরের রমণী সব করে হায় হায়।।
এদিকে আমার মাতা করে কোন কাম।
বেটাকে তুলিয়া আপে মোছান তামাম।।
রক্ত তুলিয়া কত করে করে ছল্ ছল্।
নিজ হাতে পরিষ্কার করেন সকল।।
আল্লা বিল্লা ক'রে ফুল হইল ত্বরায়।
সেই ফুল নিজ হাতে উঠান সরায়।।
বিবি, মাতা, নানী মেরা গলিজ হইল।
দাইনী আনিতে ফের আমাকে কহিল।।
নারীগণে মেরা পানে হুকুম চালায়।
ভাড়ুয়ার মত আমি চলিনু ত্বরায়।।
নদী পারে গিয়া নৌকা বান্ধিয়া ঘাটেতে।
শীঘ্র চলিয়া যাই দাইনী বাটীতে।।
জাতীতে কাওরা কিন্তু পেশা তার দাই।
গিয়া বাড়ী ডাক ছাড়ি বলি মাই মাই।।
দাই মা কহেন কহ বেটা কিবা বেটী।

আমি কহি বেটা মেরা হইয়াছে খাটি।।
বেটা হইয়াছে যদি দাইনী শুনিল।
উল্লাসিত হ'য়ে নারী কহিতে লাগিল।।
প্রথম হ'য়েছে বেটা নছিব ভালাই।
উত্তম বক্‌শিস লিব ছাড়াছাড়ি নাই।।
সুন্দরী রমণী তায় যুবতীর প্রায়।
রঙ্গে ঢঙ্গে কথা বলে প্রাণ কেড়ে লয়।।
পরিল যে সরু ধুতি না যায় কহন।
নজরেতে দেখা যায় তামাম বহন।।
সাজিয়া চলিল নারী হরষিত মনে।
সামনেতে চলে নারী আমি যে পিছনে।।
রমকে ঠককে যায় হাত নাড়া দিয়া।
তাকাইয়া দেখি আমি পিছনে থাকিয়া।।
চলিতে চলিতে যবে পিছনেতে চায়।
দেখিয়া সুন্দর ছবি প্রাণ কেড়ে লয়।।
দেলে ভাবি পর নারী নজরে দেখিলে।
চক্ষে মুখে আধা জেনা কেতাবেতে বলে।।
কিন্তু সামালিতে নারি আছি উপবাস।
অনাহারে আছি দেখ প্রায় দশ মাস।।
একে ত খাট্টার চিজ দেখিলে সামনে।
মুখে লালা পড়ে তাহা সকলেতে জানে।।
লালাতে লালাতে আসি নদীর ধারেতে।
দাই মাকে লিয়া চড়ি নৌকার ধারেতে।।
নৌকায় চড়িল নারী হরষিত মন।
বাহিতে লাগিনু আমি গোলাম' যেমন।।

একেত উজান আর বাও হইল ভারি।
নৌকা নাহিক চলে বেয়ে বেয়ে মরি।
সামনে সুন্দরী ব'সে হাসে খল্ খল্।
দেখিয়া আমার গায় নাহি রহে বল।।
ঘাটেতে পৌঁছিনু অতি মেহনত করিয়া।
ঘরেতে পৌঁছিনু ফের' দাইমাকে লিয়া।।
দাইমা কহেন শীঘ্র এনে দেহ বাঁশ।
বাঁশের করিয়া ছুরি দেহ মেরা পাস।।
আবাদে বশত মেরা বাঁশ নাহি হয়।
বাঁশের চেচাড়ি আমি পাইব কোথায়।।
নিদানে নূতন ঘরের রুয়া যে কাটিয়া।
ফাড়িয়া বানাই ছুরি নিজ হাতে গিয়া।।
বারে বারে এইরূপে হুকুম চালায়।
লাচায় হইনু আমি দাইয়ের জ্বালায়।।
ফের সে হুকুম করে তবীবের মত।
হাত ধোওয়া কড়ি আগে কর আমানত।।
সন্তানের মুখে দেয় বাম হাতে পানি।
উরূ নিচে লিয়া ফের করে টানাটানি।।
ফেকের ফেরেবে সেই লহু নাড়ী কাটা।
সন্তানের পেসানিতে দেয় ফের ফাঁটা।।
দাবী দাওয়া করে কত বিদায় কারণ।
বিদায় করিতে দাই হইনু জ্বালাতন।।
নাড়ী যে কাটিল কত করিয়া বাহানা।
বলা নাহি যায় তাহা বেদায়াত কারখানা।।
জুলুম করিল কত বলা নাহি যায়।

কাপড় চাউল টাকা করিল আদায়।।
দুই দিন পরে সেই কাটা হয় নাড়ী।
দুর্গন্ধ হইল ফুল যেন পড়া মড়ি।।
তার পরে মাতা মোর কোন্ কাম করে।
সেই ফুল নাড়ী লিয়া ফিকে দেয় দূরে।।
ঘরের যে মেঝে ছিল চাতকের মত।
মেরা বিবি পরিষ্কার করিল তাবত।।
রক্ত পানি বস্ত্র আদি নাহি যায় বলা।
সকল ধৌত করে আমার কবিলা।।
এতেক ঘৃণিত কার্য্য কিছু নাহি দায়।
নাড়ীটা কাটিলে বুঝি বাঘে ধরে খায়।।
ফের যাই সেই দাই বাড়ী পৌঁছাইতে।
নৌকা চড়িয়া পুনঃ লাগিনু বাহিতে।।
নৌকা নাহিক চলে বাও হইল ভারি।
নদী পারে গিয়া নৌকা কেনারাতে ধরি।।
ঘাট খোলা জঙ্গলে কালা নূতন আবাদেতে।
নৌকা রাখিয়া সেথা উঠিনু ডাঙ্গাতে।।
উঠিতে না পারে নারী নৌকা থাকিয়া।
খেচিয়া তুলিনু তার হাতেতে ধরিয়া।।
দুধারে জঙ্গল অতি কালা অন্ধকার।
শিহরিয়া উঠিল লোম শরীরে আমার।।
দাইনী রমণী অতি চতুর চালাক।
কহিতে লাগিল মেরা করিলে হালাক।।
পিছনে থাকিয়া আমি চারিদিগে চাই।
মনুষ্যের সাড়া শব্দ কিছু নাহি পাই।।

নাচিতে লাগিল গোস্ত শরীরেতে মেরা।
থামাইতে নাহি পারি নফ্‌ছ আম্মারা।।
উভয়েতে সেই খানে কি হৈল কি হৈল।
খান্নাছ নদীতে মেরা বান যে ডাকিল।।
নদীতে ডাকিল বান উঠিল তুফান।
জঙ্গলের গাছ পালা হইল খান্ খান্।।
দাইনী ডাকিয়া নাড়ী কাটা বড় দায়।
বিড়াল ঢুকিল যেন তুতির খাঁচায়।।
টিয়া টিয়া ডাকে তুতি করিয়া রোদন।
বিড়াল মাত্‌ওয়ালা নাহি ছাড়িল কখন।।
হারামি না রৈল বাকি বুঝে দেখ মনে।
দাইনী রাখিয়া আসি তাহার মাকানে।।
বাটীতে আসিয়া ফের দেখি ফজরেতে।
কাছারি নালিস করে আমার নামেতে।
দাইনীর স্বামী সেই কাওরা আসিয়া।
নালিস করিয়া লয় আমাকে বান্ধিয়া।।
কাছারি বিচারে দোষি ছাবেত হইল।
জুতার ধমকে খাল খেছা গেল।।
দাইনী ডাকিয়া নাড়ী কাটা বড় দায়।
জুতার ধমকে শেষে খাল খেছা যায়।।
জরিমানা দিতে শেষে বেচি দোওয়া গাই।
টাকা দিয়ে মার খেয়ে পাইনু রেহাই।।
শিক্ষক কহেন বাচা শুন দিয়া মন।
দাই দিয়া নাড়ী আর না কাট কখন।।
দাই দিয়া নাড়ী কাটা দেখ কি যাতনা।

অপমান হৈলে আর দিলে জরিমানা।।
পর নারী দিয়া যেই নাড়ী কাটাইবে।
খারাবি হইতে কভু বাঁচিতে নারিবে।।
নিজেরা নিজেরা যদি কাটিবেক নাড়ি।
খারাবি হইতে বাঁছে আর বাঁচে কড়ি।।
বেগানার নাহী আন কড়ি দেখাইয়া।
দাইউছ হইল কেবা দেখনা বুঝিয়া।।
কড়ির লালশায় ভূখা যেই সব নারী।
বেশ্যার বেশে সেই শনিবে তাহারি।।
মুর্গী বক্‌রী খাও জবেহ্ করিয়া যখন।
রক্ত মাংস মাখিতে হয় ত তখন।।
তাহাতে ঘৃণিত তাতে বা কিছু নাহি হয়।
নাড়ীটা কাটিলে বুঝি যাতী কুল যায়।।
দুর্গন্ধ মল মূত্র ধৌত যে করিতে।
মেথর দরকার হয় না হয় তাহাতে।।
হায়েজ নেফাছ রজঃ ধৌত করিতে।
চাকরাণী না ডাক কিসের জন্যেতে।।
কেবল চাকর তেরা কাটিবেক নাড়ী।
নবির হাদিস্ পরি দেখি তেরা আড়ি।।
নবি কহে নিজে নিজে সবে কাটে নাড়ী।
নবির হুকুম পরে কেন কর আড়ি।।
নবির হাদিস্ পরে করিয়া নবাবী।
পর নারী ডেকে আন করিতে খারাবি।।
নবির তরিক এবে করিয়া বিদায়।
শয়তানি তরিক কেন করিলে বজায়।।

নবির হুকুম যেই করিবে এন্কার।
নিশ্চয় জানিবে সেই হইবে কুফার।।
কড়ি দিয়া পাপ এবে যে জন কিনিবে।
আখেরেতে কোন মতে রেহাই না পাবে।।
যে কামে খারাবি আছে ছাড় সেই কাম।
আখেরে বেহেশ্তে শুখে রহিবে মোদাম।।
ইচ্ছায় খারাবি কামে যেই জন যায়।
দোজখে জ্বলিবে দেখ ফাতারাৎ সুরায়।।
এবরাহিম কহে আমি বড়ই নাদান।
মদিনা বাদেতে মেরা জানিবে মোকান।।
বেদকাশী পোষ্ট জেলা জানিবে খুল্না।
দোওয়া কর মেরা পরে আমি যে কমিনা।।
দেশের খারাবি দুর করার কারণ।
লিখিনু ফাছেক কেচ্ছা করিয়া যতন।।
দেখিয়া শুনিয়া সবে হইবে সামাল।
আপ্না ইমান সবে রাখিবে বহাল।।
আমার উপরে কেহ গালি দিবে নাই।
নাদান জানিয়া মেরা দোওয়া কর ভাই।।

নাভিরজ্জু ছেদন বা নাড়ী কাটার প্রণালী

নাভিরজ্জু দ্বারাই মাতার সহিত গর্ভস্থ শিশুর সম্বন্ধ থাকে, কারণ ইহাই মাতার শরীর হইতে রক্ত বহন করিয়া শিশুকে জীবিত রাখে এবং শিশুর শরীর হৃষ্টপুষ্ট করে। এইরূপে নাভিরজ্জু দ্বারা

অবিরত রক্ত চলাচল হওয়াতে ইহাতে নাড়ীর ন্যায় এক প্রকার স্পন্দন (নড়া চড়া) হইতে থাকে। শিশু ভুমিষ্ঠ হইবামাত্র কয়েক সেকেণ্ড বা মিনিটের জন্য সেই স্পন্দন হইতে থাকে। তাহার পর শিশুর ফুস্‌ফুস্‌দ্বয় উপযুক্ত পরিমাণে চালিত হইবা মাত্র সে কাঁদিয়া উঠে, এবং তখনই নাভি-রজ্জুর স্পন্দন থামিয়া যায়। সেই সময়েই কাল বিলম্ব না করিয়া নাভি-রজ্জু (নাড়ী) ছেদন করা উচিত। কিরূপে উহা ছেদন করিতে হয়, সে বিষয় দাইনীর জানা থাকা আবশ্যক। শিশুর নাভির কুণ্ড হইতে দুই কিম্বা আড়াই ইঞ্চি দূরে নাভি-রজ্জু কোন প্রকার সূতা বা ন্যাকড়ার দ্বারা শক্ত করিয়া গাঁইট দিবে। তৎপরে সেই প্রথম বন্ধনী হইতে এক ইঞ্চি অন্তরে নাড়ীর উর্দ্ধভাগে তদনুরূপ আর একটি বন্ধনী দিবে, এবং একখানি কাঁচি দ্বারা উভয় বন্ধনীর মধ্যভাগ ছেদন করিবে। কাঁচিখানি তীক্ষ্ম ধার না হইলে ভালই হয়; অতীক্ষ্ম ধার অস্ত্র দ্বারা নাড়ী ছেদন করিলে, উহার রক্ত নালী সকলের মুখগুলি সঙ্কাপিত হইয়া পড়ে; তাহাতে নাড়ি হইতে রক্তস্রাবের আশঙ্কা থাকে না। আমাদের দেশে পল্লীগ্রামে অশিক্ষিত দাইগণ "চেঁচাড়ি" বা তদনুরূপ অস্ত্র দ্বারা যেরূপ ভাবে নাড়ী ছেদন করে, তাহা ভাল নহে; কারণ "চেঁচাড়ি" দ্বারা নাড়ী ছেদন করিলে স্থানে স্থানে আঁচড়াইয়া যায় এবং তজ্জন্য সময়ে সময়ে রক্তস্রাব হইয়া থাকে। ফলতঃ নাভি-রজ্জু হইতে যাহাতে কোনরূপেই রক্তস্রাব না হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। (সচিত্র ডাক্তারী শিক্ষা ১১৪২ পৃঃ)

রক্তস্রাব ঃ— শিশুর নাভি-রজ্জু হইতে রক্ত নির্গত হইতে থাকিলে, নাভি-কুণ্ডের অতি নিকটে আর একটী দৃঢ় বাঁধন দেওয়া উচিত। (সচিত্র ডাক্তারি শিক্ষা ১১৪৮ পৃষ্ঠা)

মতামত ঃ— নাভি-রজ্জু (নাড়ী) ছেদন করার সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকার ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। যথা— সুশ্রুত সংহিতা ১৬৯৮ পৃষ্ঠা, আট আঙ্গুলে, গার্হস্থ্য চিকিৎসা ১৯৫ পৃষ্ঠা, ৩ আঙ্গুল লম্বা রাখিয়া এবং চিকিৎসা তত্ত্ব ৪৯১ পৃষ্ঠা ২/৩ আঙ্গুল লম্বা রাখিয়া ছেদন করার ব্যবস্থা লিখিয়াছেন। গ্রন্থকারের মতে ৩ আঙ্গুল লম্বা রাখিয়া ছেদন করাই বিধেয়।

শিশুর স্নান

নাড়ী কাটা হইলে শিশুর সর্ব্বাঙ্গ, বিশেষতঃ বগল, কুচ্‌কি, লিঙ্গের মধ্যভাগে প্রভৃতি সন্ধিস্থলে, নারিকেল তৈল মাখাইয়া এক টুকরা শুষ্ক ফ্লানেল দ্বারা শিশুর সর্ব্বাঙ্গ মুছাইয়া দেওয়া আবশ্যক। এরূপ করিলে শিশুর গাত্রে আটার ন্যায় যে এক প্রকার বিলেপী পদার্থ লাগিয়া থাকে, তাহা উঠিয়া যায়, এবং লোমকুপ সকল পরিষ্কৃত হওয়াতে ত্বকের (চর্ম্মের) কার্য্য সুচারুরূপে সাধিত হইয়া থাকে। ইহার পর ঈষৎ উষ্ণ জলে সাবধানের সহিত বেশ ভাল করিয়া স্নান করাইবে। ইহা যত সতর্কতা সহকারে শীঘ্র সম্পাদিত হইবে, শিশুর ত্বক তত পরিষ্কৃত থাকিবে, এবং পামা, কচ্ছু (খোস পাঁচড়া) প্রভৃতি চর্ম্ম রোগের আক্রমণ হইতে তাহাকে তত নিরাপদ রাখিতে পারা যাইবে। (সচিত্র ডাক্তারি শিক্ষা ১১৪৩ পৃষ্ঠা)

নাভী

একখানি পরিষ্কার ন্যাকড়া চারিপুরু করিয়া লইয়া কাঁচি দ্বারা মধ্যস্থলে একটি বড় ছিদ্র করিবে। এই ছিদ্রের মধ্যে দিয়া নাভীটী

প্রবিষ্ট করাইয়া, ন্যাকড়া খানি শিশুর পেটের উপর পাশাপাশি লম্বা করিয়া লাগাইয়া দিবে। আর একখানি ছোট ন্যাকড়া নাকিকেল তৈলে ভিজাইয়া, আঙ্গুলে যেমন ন্যাকড়া পরায়, সেইরূপ নাভীর চারিদিক দিয়া, নাভীটি পেটের উর্দ্ধ দিকে লম্বা করিয়া শুকাইয়া দিবে এবং আর একখানি পুরু কাপড় দিয়া পেটের চারিদিকে জড়াইয়া বাঁধিয়া দিবে। দেখিবে যেন সজোরে বাঁধা না হয়, কারণ তাহা হইলে শিশুর কষ্ট হইতে পার।

প্রতিদিন অন্ততঃ একবার করিয়া নাভীর ন্যাকড়া খানি বদলাইয়া দিবে। প্রদীপের শিখায় অঙ্গুলী উত্তপ্ত করিয়া নাভীতে সেক দেওয়া আমাদের দেশের একটি অতি কুপ্রথা। তাহাতে সেকের কাজ যত হউক বা না হউক, নাভীতে কালী মাখাইয়া অপরিষ্কার করা খুব হয়। এইরূপ করিলে নাভী অচিরাৎ পাকিয়া উঠিয়া শিশুকে বড়ই কষ্ট দেয়। প্রথমতঃ জানা আবশ্যক যে, নাভীতে সেক দিবার কোনই প্রয়োজন নাই। তৈলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া লাগাইয়া রাখিতে রাখিতে নাভী শুষ্ক হইয়া আপনিই খসিয়া যায়। খসিয়া গেলে তাহাতে কেবল গরম নারিকেল তৈল দেওয়া ভিন্ন সেক দিবার কোন প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয়তঃ যদি সেক দেওয়ারই প্রয়োজন হয়, তবে এমন উপায়ে সেক দিবে, যাহাতে নাভী কালীতে অপরিষ্কার না হয়।

(চিকিৎসা তত্ত্ব ৪৯৩ পৃঃ)

গর্ভাবস্থায় পেট বেদনা

চাউল ধোয়া জলের সহিত ধ'নে বাটিয়া সেবন করাইবে। ইহাতে গর্ভাবস্থায় পেট বেদনা নিবারিত হয়। (চিকিৎসা দর্শন ৩০৯ পৃঃ)।

অতিরিক্ত রক্তস্রাব চিকিৎসা

প্রসবের পুর্ব্বে বা পরে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে, তাহা বন্ধ করা আবশ্যক, নতুবা প্রসূতীর মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা। রক্ত বন্ধ করিবার জন্য প্রসূতীর তলপেট ময়দা ঠাসিবার মত টিপিয়া ধরিবে, তলপেটে শীতল ধারানী দিবে এবং শীতল জলে গামছা ভিজাইয়া বারংবার তাহার ছাট দিবে। ন্যাকড়ায় নিশাদল ও সোরা বাঁধিয়া জলে ভিজাইয়া তলপেটের উপর বসাইয়া দিবে। তলপেটের উপরে একখণ্ড বরফ রাখিয়া দিবে। পায়রার বিষ্ঠা চূর্ণ ২দুই রতি মাত্রায় আতপ চাউল ধৌত জলের সহিত সেবন করাইবে। রোগিণীকে উঠিতে বসিতে দেওয়া উচিত নহে। পিপাসা হইলে শীতল জল পান করিতে দিবে। (সচিত্র কবিরাজী শিক্ষা ২৭৬ পৃঃ)

প্রসব বেদনা

কুক্ষিদেশ শিথিল (১) ও হৃদয়ের বন্ধন মুক্ত হইলে এবং উরুদ্বয় বেদনা বিশিষ্ট হইলে, প্রসব কাল উপস্থিত বলিয়া জানিবে। কটি (২) ও পৃষ্ঠদেশের চতুর্দ্দিকে বেদনা, মুহুর্মুহু (৩) মলমুত্রের প্রবৃত্তি এবং অপত্য পথ (৪) হইতে শ্লেষ্মা নিঃসরণ (৫) হইতে থাকিলে, প্রসব কাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে জানিবে।

সেই সময় গর্ভিণীকে তৈল মাখাইয়া উষ্ণোদক (গরম জল) পরিষেচন পূর্ব্বক প্রচুর পরিমাণে যবের মণ্ড কণ্ঠ পর্য্যন্ত পান করাইবে।

তদন্তর প্রসবিণী মৃদু, কোমল ও বিস্তৃত শর্য্যায় উপাধানে

(বালিসে) শির স্থাপন পূর্ব্বক চিৎ হইয়া শয়ন ও উরুদ্বয় কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া রাখিবে। গর্ভিণী যাহাদিগকে লজ্জা ভয় না করে, সেইরূপ ও প্রসব কার্য্যে কৌশলী চারিটী পরিণত বয়স্কা স্ত্রীলোক, নখচ্ছেদন পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে তাঁহার পরিচারণ (সেবা) করিবে। অনন্তর সেই সেবাকারিণী চারিটী ধাত্রীর মধ্যে কেহ গর্ভিণীর অপত্যপথে (যোণীদ্বারে) অলুলোম ভাবে (উপর হইতে নিম্নে) তৈল মর্দ্দন করাইতে করাইতে গর্ভিণীকে বলিবে। হে সুভগে! বেদনা উপস্থিত হইলেই প্রবাহন কর (কোঁথ পাড়) তদন্তর গর্ভ-নাড়ীর বন্ধন শিথিল (১) ঢিলা (২) কোমর (৩) বারম্বর (৪) যোনিদ্বার (৫) নির্গত হইলে, ও কটি, কুঁচকি, বস্তি(তলপেট) ও শিরোদেশ বেদনা বিশিষ্ট হইলে, ক্রমে ক্রমে অধিক প্রবাহন করিবে ও গর্ভ যোণীমুখে সমাগত হইলে, অধিকতর প্রবাহন করিতে থাকিবে।

অকালে প্রবাহন করিলে (কোঁথ পাড়িলে) শিশু বধির, মূক (বোবা) ব্যস্ত হনু (গালের অস্থি বাঁকা হওয়া) এবং মস্তকের অভিঘাত হয়, অথবা কাস শ্বাস, শোষ প্রভৃতি রোগগ্রস্ত অথবা কুব্জ (কুঁজা) বা বিকটাকার সন্তান জন্মিয়া থাকে। সন্তান বিপরীত ভাবে গর্ভমধ্যে থাকিলে, তাহাকে সরলভাবে আনিয়া প্রসব করাইবে। (সুশ্রুত সংহিতা, ১৬৯৭/১৬৯৮পৃঃ)

প্রসব বিলম্বে চিকিৎসা

স্বাভাবিক নিয়মে ৫/৬ ঘণ্টার মধ্যে প্রসব হইলে কোন ঔষধের দরকার করে না। যদি ইহা হইতে অধিক বিলম্ব ও যন্ত্রনা

হয়, তবে ঔষধ ব্যবহার করা উচিত। প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে মাঝে মাঝে গরম দুগ্ধ খাইতে দিবে। ইহাতে প্রসূতি (পোওয়াতি) দুর্ব্বল হয় না বরং ব্যথার সাহায্য করে। সন্তান প্রসব হইলে প্রসূতির পেটে পুরু করিয়া ন্যাকড়া বাঁধিয়া দিবে এবং ২/৪ মাত্রা হোমিওপ্যাথিক আর্ণিকা ৩X প্রসূতিকে খাইতে দিবে। ইহাতে দেহের কষ্ট নিবারণ, ভেদালির ব্যথা এবং সূতিকা জ্বর ইত্যাদি নানা প্রকার উপসর্গ নিবারণ করে। (গার্হস্থ চিকিৎসা, দ্রষ্টব্য)।

১। প্রসব হইতে বিলম্ব হইলে, বাসকের মূল কোমরে বান্ধিয়া দিবে।

২। বাসকের মূল পেষণ করিয়া নাভী, বস্তি ও যোনিতে প্রলেপ দিবে।

৩। কাঁজির সহিত গৃহের ঝুল অথবা ঘৃতের সহিত ছোলঙ্গ লেবুর মূল ও যষ্টিমধু সমভাগে পেষণ করিয়া চারি আনা মাত্রায় সেবন করাইলে অনায়াসে প্রসব হইয়া থাকে। (সচিত্র কবিরাজী শিক্ষা ১ম খণ্ড ২৭৬ পৃঃ)।

৪। সাপের খোলস হাঁড়িতে মুখ বন্ধ করিয়া দগ্ধ করিবে, সেই ভষ্ম মধুর সহিত মাড়িয়া গর্ভিণীর চক্ষে অঞ্জন দিলে প্রসব বাধা দূরীভূত হয়।

৫। কাঁজি ১৬ তোলা, হিং ২ রতি এবং সৈন্ধব দুই আনা একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে, গর্ভ নিঃসৃত হয়। (চিকিৎসা দর্শন ৩১২ পৃঃ)।

মৃত সন্তান প্রসবের উপায়

গর্ভস্থ শিশু জীবিত না থাকিলে প্রায়ই আপনা হইতে প্রসব

হয় না। অধিকাংশ স্থলে অস্ত্র প্রয়োগ আবশ্যক হয়।

১। গর্ভিণীর মস্তকে অল্প মাত্রায় সীজের আটা প্রদান করিলে মৃত সন্তান প্রসব হইয়া থাকে।

২। পেপুল ও ওবচ জলের সঙ্গে পেষণ করিয়া এরণ্ড তৈলের (বেড়ীর তৈল) সহিত নাভিতে প্রলেপ দিলে মৃত সন্তান প্রসব হয়।

৩। নাগদানার মূল ও চিতা মূল সমভাগে বাটিয়া চারি আনা মাত্রায় সেবন করাইলে মৃত সন্তান প্রসব হয়। (সচিত্র কবিরাজী শিক্ষা ২৭৭ পৃঃ)।

ফুল পতিত করিবার উপায়

১। অঙ্গুলীতে কেশ (চুল) জড়াইয়া কণ্ঠদেশে অথবা যোনিদ্বারে ঘর্ষণ করিলে সত্বরেই ফুল পতিত হয়।

২। শালি ধানের শিকড় কাঁজির সহিত সেবন করাইলে, ফুল পতিত হয়। (চিকিৎসা দর্শন ৩১২ পৃঃ)

৩। মনসা সীজের আটা মস্তকে ঢালিয়া দিলে, ফুল পতিত হয়, অথবা নখ কর্ত্তন করিয়া হস্ত দ্বারা ফুল টানিয়া বাহির করিবে। (সুশ্রুত-সংহিতা ১৭০০ পৃঃ)

প্রসবান্তে কর্ত্তব্য

প্রসবের পরেও প্রসূতীকে (পোয়াতিকে) কিছুদিন বিশেষ সাবধানে রাখা আবশ্যক। প্রসবের দিন হইতে তিন দিন পর্য্যন্ত দুগ্ধ বা দুগ্ধ-সাগু প্রভৃতি লঘু পথ্য ভোজন করিতে দেওয়া উচিত।

প্রসবের দিন ব্যতীত অন্য দুই দিন দুধভাত দিলেও ক্ষতি নাই। তৎপরে অন্যান্য সুপথ্য দেওয়া যাইতে পারে। পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত উঠিয়া বসিতে বা বেড়াইতে দেওয়া উচিত নহে। সাত দিন পর্য্যন্ত স্নান বন্ধ রাখিবে। তাহার পরেও ১৫/১৬ দিন গরম জলে স্নান করান উচিত। অগ্নি-সন্তাপ সেবন, এবং শুঁঠ, গোলমরিচ, আদা, কৃষ্ণজীরা। প্রভৃতি দ্রব্য বাঁটিয়া এদেশে যে ''ঝাল খাওয়ানোর'' রীতি প্রচলিতআছে, তাহা বিশেষ উপকারক। প্রসূতীর মলিন বস্ত্র ও শয্যা সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া নিতান্ত-আবশ্যক।

(সচিত্র কবিরাজি শিক্ষা ২৭৮ পৃঃ)

❖ কেতাব পাইবার ঠিকানা ❖

পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

মাজেদিয়া লাইব্রেরী

সাং-মাওলানাবাগ ★ পোঃ-বসিরহাট

জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা

ফোন নং-(০৩২১৭) ২৬৮-০৮১, মোবাইল-৯৪৩৪৩০০৯৫৭

ভারতের অন্যতম নক্ষত্র নায়েবে নবী, সামসুল ওলামা, ইমামূল মুছান্নিফিন, সুলতানুল ওয়ায়েজিন, ফখরুল মোহাদ্দেছিন, শায়েখে তরিকত, মুহিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বেদয়াত, মুবাহিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, ওলিয়ে কামিল, শাহ্সুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা রুহল আমিন (রহঃ)-এর ওফাৎ স্মরণে—

বশিরহাট মাওলানাবাগে
মহান ঈছালে ছওয়াব মাহফিল

প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

নির্দ্ধারিত তারিখ ১৩/১৪/১৫ই ফাল্গুন

✿ আপনাদের সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি ✿

❖ পথ নির্দেশ ❖

বাসযোগে ঃ— কলিকাতা ধর্মতলা হইতে বশিরহাট, টাকী, হাসনাবাদ, চৈতলঘাট ও ন্যাজাট গামী এক্সপ্রেস/ডিলাক্স বাস যোগে এবং শ্যামবাজার হইতে ডি.এন-১৮ বাসযোগে বশিরহাট নামিয়া পীর ছাহেবের বাড়ী (শোনপুকুর ধার)।

ট্রেনযোগে ঃ— শিয়ালদহ হইতে হাসনাবাদ গামী ট্রেনে বশিরহাট রেল ষ্টেশনে নামিয়া পীর ছাহেবের বাড়ী।